R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ ১৭ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ২০শে ভাদ্র, বুধবার, ১৪১৩ সাল। ৬ই সেপ্টেম্বর ২০০৬ সাল। | নগদ মূল্য : ১ টাকা বার্ষিক : ৫০ টাকা

রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকসহ পুর এলাকার বাকী অংশে আর্সেনিক মুক্ত জলের ট্যাঙ্কি তৈরী হচ্ছে ২০০৭ এর শুরুতে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সম্পূর্ণ এলাকা ছাড়া জঙ্গিপুর পুরসভার রঘুনাথগঞ্জ শহরাঞ্চলের কিছুটা অংশে ভাগীরথী নদীভিত্তিক আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্পের শিলান্যাস হয় গত ২৬ ডিসেম্বর '০৫। ঐ অনুষ্ঠানে পঃ বঃ সরকারের আবাসন, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরী দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী গৌতম দেব সভাপতিত্ব করলেও জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী মঞ্চ থেকে রিমোর্টে শিলান্যাসের আবরণ উন্মোচন করেন রঘুনাথগঞ্জে জল ট্যাঙ্কর মাঠে। ঐ অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণে প্রকল্প আধিকারিক প্রবীর দত্ত আগামী তিন বছরের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবে বলে ঘোষণা করেন। তারই প্রেক্ষিতে সম্প্রতি প্রণব মুখার্জী গৌতম দেবের কাছ থেকে জল প্রকল্পের কাজ কখন শুরু হবে জানতে চাইলে গৌতমবাবু এই প্রকল্পের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই শেষ করা হবে বলে জানান। তিনি জানান, জল ট্যাঙ্কি তৈরীর ব্যাপারে পরামর্শগত আলাপ আলোচনা আগামী অক্টোবর '০৬ চূড়ান্ত করা হবে। ২০০৭ এর জানুয়ারীর মধ্যে ট্যাঙ্কি তৈরীর প্রয়োজনে টেন্ডার ডাকা হবে এবং কনট্রাকটর নির্বাচন করা হবে। ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারীর মধ্যে ফিল্ড ওয়ার্ক শুরু হয়ে যাবে। এবং ২০০৯ এর মধ্যে কাজটি সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি আরো জানান, গত বিধানসভা নির্বাচনের জন্য এই প্রকল্পের টেন্ডার ডাকার কাজ পিছিয়ে যায়। জল প্রকল্প নিয়ে প্রণব-গৌতমের আলাপ আলোচনার সম্পূর্ণ তথ্য আমাদের দেন মহকুমার প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মহঃ সোহরাব।

প্রতিষেধক খাওয়া সত্ত্বেও পোলিও রোগে আক্রান্ত শিশু

নিজস্ব সংবাদদাতা : সামসেরগঞ্জ ব্লকের গাজীনগর-মালঞ্চা পঞ্চায়েতের কৃষ্ণনগর গ্রামে পোলিও আক্রান্ত এক শিশুর খোঁজ পাওয়া যায়। নাম ওসমান গণি (৩)। তার বাবা কবিরুল সেখ একজন দিন মজুর। গত ১৫ জুন '০৬ শিশুটির শরীরে প্রথম পোলিওর লক্ষণ দেখা যায়। দুটো পা-ই অসার হতে থাকে। অথচ প্রতিটা পোলিও কর্মসূচীতে শিশুটিকে প্রতিষেধক খাওয়ানো হয়েছে। প্রথম দিকে শিশুটির দেহে পোলিওর লক্ষণ দেখা দিলে ওঝাকে দিয়ে ঝাড়ফুঁক করানো হয়। পরে হোমিও চিকিৎসককে দেখালে তিনি শিশুটি পোলিও আক্রান্ত বলে জানান। এরপর তাকে অনুপনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে সেখানে শিশুটির মল ও রক্ত নিয়ে পুনেতে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। ওখান থেকে রিপোর্ট আসে শরীরে পোলিও ভাইরাস আছে বলে। ২০০২ সালে জঙ্গিপুর মহকুমায় ২৯ জন শিশু (শেষ পৃষ্ঠায়)

লোক অভাবে রঘুনাথগঞ্জে টেলি পরিষেবা বানচাল

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জে টেলি পরিষেবা অস্বাভাবিকভাবে ভেঙে পড়েছে। বহু গ্রাহকের অভিযোগ প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে তাদের ফোন অকেজো হয়ে আছে। এক ভুক্তভোগী গ্রাহকের অভিযোগ, তিনি এস. ডি, ই ; জে, টি, ও-র দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিরাশ হয়েছেন। তাকে দপ্তর থেকে বলা হয়েছে—ঐ জোনের (শেষ পৃষ্ঠায়)

অঙ্গনওয়াড়ী পরীক্ষায় পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা : অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী নিয়োগে শুধুমাত্র ধুলিয়ান পুর এলাকার মহিলাদের প্রাধান্য দিয়ে সামসেরগঞ্জ ব্লক আই সি ডি এস দপ্তর থেকে একটা বিজ্ঞপ্তি প্রচার হয়। তার প্রেক্ষিতে গত ২৭ আগষ্ট নির্দিষ্ট প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। এখানে অভিযোগ, পুর এলাকার বাইরের ও ১৮ বছরের নিচের অনেক প্রার্থী নাকি পরীক্ষায় বসেন। এছাড়া পরীক্ষার্থিনীদের ছবিসহ প্রবেশপত্র বিজ্ঞপ্তির প্রচার মতো আই, সি, ডি, এস দপ্তর থেকে প্রার্থীদের কাছে ডাকযোগে পাঠানো সত্ত্বেও বিডিও অফিসের কর্মীরা ছবিবিহীন প্রবেশপত্র অনেকের মধ্যে বিলি করেন। এছাড়া বিডিও অফিসের কর্মীরা তাদের পরিচিত প্রার্থীদের প্রশ্নের উত্তরও নাকি বলে দেন।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে ভাদ্র, বুধবার, ১৪১৩ সাল।

শিশু শ্রম ঃ সামাজিক দায়বদ্ধতা

উহাদের কাহারো নাম পুটি কিংবা পটলা অথবা গণেশ বা গাজলা। অভাবের সংসারে তাহাদের জন্ম। অবহেলায়, অনাদরে তাহারা সমাজের উচ্ছিষ্টে কোন রকমে মানুষ। বয়স দশ অথবা বারো পার হইতে না হইতেই তাহাদের শৈশব হারাইয়া যায়—হারাইয়া যায় জীবন-জীবিকার জগতে—টানাপোড়নে। অভাবী পিতামাতার ক্ষণিকের আনন্দে জাত অনভিপ্রেত সন্তান। পালনে অক্ষম পিতামাতা তবুও তাহাদের অভাবের জগতে দারিদ্রের বোঝা জানিয়াও আনিয়া থাকেন। কর্মক্ষমতা আসিবার আগেই তাহাদের কোন না কোন কাজে লাগাইয়া দিয়া পিতামাতা কর্তব্যের বোঝাটি আপন কাঁধ হইতে নামাইয়া ফেলেন। এই হতভাগ্য শিশুরা হইতেছে এই সমাজে শিশু শ্রমিক।

ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায় চায়ের দোকানে, ধারায়, রেঁস্তোরায়, রিসর্টে, গৃহস্থের বাড়ির কাজে। উদয়াস্ত তাহাদের কাজের নির্ঘন্ট। অবসর তাহাদের নাই। সকাল ছয়টা হইতে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তাহাদের কাজ। খরিদদারদের উচ্ছিষ্টে তাহাদের উদর পূর্তি। সামান্য ত্রুটি হইলে মালিকের চোখ রাঙানি, কখনও দৈহিক পীড়ন তাহাদের অদৃষ্টে জুটিয়া থাকা নিত্যকার ঘটনা। সমাজের এই অবহেলিত শিশুরা পেটের দায়ে শৈশবকে হারায়, কৈশোরকে বন্ধকী দিতে বাধ্য হয় অন্যের কাছে। ইহাদের অনেককে ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও লাগানো হইয়া থাকে। বয়সের ভার না আসিতেই কাজের ভারী ভার তাহাদের কাঁধে চাপাইয়া দেয় নিয়োগ কর্তারা। বাড়ির কাজে, কারখানায়, চা-মিষ্টির দোকানে এই শিশু শ্রমিকদের আখছার দেখিতে পাওয়া যায়। রঙের কারখানায়ও তাহাদের কাজ করিতে দেখা যায়। যেসব কাজে জীবনের ঝুঁকি আছে, অসুস্থতার ব্যাপার আছে, সেই সব কাজও তাহারা করিতে আসে পেটের দায়ে, অভাবের তাড়নায়। মালিকেরা সামান্য অর্থের বিনিময়ে তাহাদের শ্রম অপহরণ করে, তাহাদের জীবনকে অসুস্থতার শিকার করিয়া তোলে। এতদ্ অঞ্চলে বিড়ি বাঁধার কাজে, লেবেল প্যাকিং-এর কাজে রাজমিস্ত্রির রেজা শ্রমিকের কাজে তাহাদের ব্যবহার করা হয়। ইহারা সকলে স্কুল ছুট নয়, অনেকেই পাঠশালার মুখ দেখিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত—দারিদ্রের অভিশাপে, নিয়োগ কর্তাদের কাজের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হাতছানিতে। সম্প্রতি শ্রমমন্ত্রক এই নিয়োগ বন্ধের নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া শোনা যাইতেছে।

শিশু শ্রম বন্ধের আইন হইয়াছিল ১৯৮৬ সালে। তাহাতে বলা হইয়াছিল—বেশ কিছু ঝুঁকি পূর্ণ শিল্প কারখানায় চৌদ্দ বছরের কম কোন শিশু শ্রমিক নিয়োগ করা যাইবে না বাড়ি বা হোটেল, রেঁস্তোরায় তাহাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ছিল না। সম্প্রতি কেন্দ্র সরকারের শ্রম মন্ত্রক এই আইনের পরিধিকে বাড়াইয়া ১০ জুলাই এক বিজ্ঞপ্তি জারি করিয়াছেন। তাহাতে বলা হইয়াছে চৌদ্দ বছরের কম বয়সী কোন ছেলেমেয়েকে ১০ অক্টোবরের পর হইতে বাড়ির পরিচারকের বা হোটেল রেঁস্তোরায় কাজে নিয়োগ শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইবে। কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে—ঐ সব কাজও নাকি তাহাদের বয়সের, সামর্থের তুলনায় ঝুঁকি পূর্ণ। মানবিক বিচারে এই আইনী ব্যবস্থা সমর্থনযোগ্য বিবেচিত হইলেও যে পেটের দায় তাহাদিগকে অপরিণত বয়সে কাজ করিতে বাধ্য করে তাহার সামাজিক দায় বহন করিবে কে? জনমানসে প্রশ্ন চিহ্নটি থাকিয়াই যায়।

শুঁয়োপোকার উপদ্রব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির বিস্তীর্ণ এলাকায় এবার অত্যধিক শুঁয়োপোকার আক্রমণে চাষীরা বিপদগ্রস্ত। একে বহু জমি বৃষ্টি না হওয়ায় অনাবাদী থেকে গেছে। লাগানো বাকী জমিতে ধানের চারা শুকোচ্ছে জলের অভাবে। তার উপর পাট, কলাই ইত্যাদি ফসল এই পোকায় শেষ করে দিচ্ছে। ঘরবাড়ী যেখানে সেখানে, জামা কাপড়ে অসংখ্য শুঁয়োপোকা যেন মিছিল করে চলেছে। ফিনাইল, কেরোসিন, গ্যামাকসিন পাউডারে ওদের প্রতিরোধ করতে না পেরে মানুষ খড়ের আঁটি জেবলে শুঁয়োপোকা ধ্বংসের যুদ্ধে নেমেছে বলে খবর।

আই সি ডি এস-এর কর্মী সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ আগষ্ট সি আই টি ইউ-এর নেতৃত্বে সামসেরগঞ্জ বিডিও অফিসের কনফারেন্স হলে স্থানীয় এলাকার প্রায় ২৫০ আই সি ডি এস কর্মীর উপস্থিতিতে সমিতি গঠন করা হয়। সম্মেলনে সি আই টি ইউ এর জেলা সম্পাদক চিত্তরঞ্জন সরকার, আই সি ডি এস-এর প্রোজেক্ট চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক তোয়াব আলি, আই সি ডি এস-এর জেলা কমিটির সভানেত্রী টগর দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

তোমার সানাই

শীলভদ্র সান্যাল

বিয়ের পিঁড়িতে পা, কন্যা বিদায়
মা'র চোখে জল ভরে কানায়-কানায়
পড়ে থাকে বাসি ফুল ছাদনাতলায়
সকলের পিছে কাঁদে তোমার সানাই!
মঙ্গল-দীপ জবলে কুলোর ডালায়
নতুন বৌটি আসে আন্-ঠিকানায়
আধো ঘোমটার আড়ে ফুল-শয্যায়
মিলনের সুর বোনে তোমার সানাই!
মনের চাতক তৃষ্ণার জল চায়
মানেনা সে কাঁটাতার, কোন সীমানাই
সুধায় শান্তি দিতে ডাকে জলসায়
মধুর কোমল রাগে তোমার শানাই!
যেন সে বন্ধুতার দু' হাত বাড়ায়
রক্তের উৎসবে, জঙ্গি হানায়
আসমুদ্র হিমাচল থমকে দাঁড়ায়
কাজরি গাথায় বাজে তোমার সানাই!
হিন্দু-জৈন-শিখ-মুসলিম ভাই
এইখানে তার কোন ভেদাভেদ নাই
সুরের ইন্দ্রজালে সব মিলে যায়
একখানি মালা গাঁথে তোমার সানাই!
তুমি তো শাহেনশা, দ্বিতীয়টি নাই
ভারতের প্রচলিত এই ঘরানায়
ভুলতে চাইলে তবু ভোলা নাহি যায়
এমনই নাছোড়বান্দা তোমার সানাই!
পাষাণের বুক গলে, নদী বয়ে যায়
শ্রাবণের মেঘে অস্ফুট বেদনায়
তোমার বিহনে আজ কাঁদে উভরায়
হায় বিসমিল্লাহ্ তোমার সানাই॥

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর মহকুমা বাস শ্রমিক ইউনিয়ন এবং মুর্শিদাবাদ ট্যাক্সি ওয়ার্কাস ইউনিউন (CITU) রঘুনাথগঞ্জ শাখার উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়ে গেলো মহকুমা হাসপাতাল মোড়ে গত ১৯ আগষ্ট ২০০৬। সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ই. সি. জি., প্রেসার এবং এইডস্ সচেতনা পরিষেবার মধ্যে ১২৭ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। উদ্বোধক ছিলেন পুরপিতা মৃগাংক ভট্টাচার্য্য। উদ্যোক্তাদের আন্তরিক প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য।

মৃত্যুবার্ষিকী পালন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৭ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জে পন্ডিত বিষ্ণুপদ দাসের ৬০-তম মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়। ১৯৩১ সালে বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচারে রবিদাস সম্প্রদায়ের মানুষ যখন খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হচ্ছিলেন, নাপিতেরা অচ্ছুৎ মুচিদের ক্ষৌরকর্ম করতে অস্বীকার করে সেই সময় বিষ্ণুপদ দাস এর বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলনে নামেন।

কবি সুকান্ত ও তাঁর বিপ্লবী চেতনা

কাশীনাথ ভকত

আজ যখন বিশ্বায়ন আর মুক্ত বাজার নীতির বিস্তার ও প্রাধান্যের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলি বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের উন্নয়নশীল ও অনুন্নত রাষ্ট্রগুলির অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করে তাদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণের জালে দেশগুলিকে বন্দি করে ফেলেছে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের মদতপুষ্ট ইজরায়েল-লেবাননের নিরীহ মানুষ শিশু ও নারীর উপর বোমা বর্ষণ করে চলেছে, সেই সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ধিক্কার ও প্রতিবাদ জানানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নয়া সাম্রাজ্যবাদের দাপটের মুখে বিপ্লবী সাম্যবাদী কবি সুকান্তের কবিতা ও রচনার প্রাসঙ্গিকতা আজও তাই বিশেষভাবে অনুভূত হয়ে থাকে। সুকান্ত ভট্টাচার্য্য তরুণ বয়সেই সর্বহারা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে কবিতাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। সুকান্তের কবিতায় রয়েছে একটা বিপ্লবী চেতনার প্রতিফলন, রয়েছে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদী কন্ঠস্বর, আর আছে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে শোষণমুক্ত দুনিয়া গড়ার অঙ্গীকার।

সুকান্তের জন্ম ১৫ই আগষ্ট ১৯২৬। সুকান্তের কাব্য রচনার পটভূমি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন দেশ ও বিদেশের প্রতিকূল পরিস্থিতি। বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় ধ্বংসলীলা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও নিপীড়ন। সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ পঞ্চাশের মন্বন্তর। মন্বন্তরে মারা যায় ৪৫ লক্ষ মানুষ। সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা (১৯৪৬), কালোবাজারি, মজুতদার, জাপানী আক্রমণ ও ফ্যাসিস্ট শক্তির আগ্রাসন নীতি। এই পরিস্থিতিতে মার্কসীয় জীবনাদর্শনের আলোকে শ্রেণী সংগ্রাম ও বিপ্লবের মধ্য দিয়ে মানুষের শোষণ মুক্তির কথা বলেন কবি সুকান্ত। তাই শোষিত কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের সংহতি ও সংগ্রামের উপর জোর দেন তিনি। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ১৯৪৭ সালে প্রকাশিত 'ছাড়পত্র'। তাতে পৃথিবীকে শোষণ ও জঞ্জাল মুক্ত করার অঙ্গীকার রয়েছে—

"চলে যাব তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সবার জঞ্জাল
এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।"

রাশিয়ার বিপ্লবী চেতনা ও তার কেন্দ্রীয় প্রেরণা লেনিনের স্মরণে কবিচিত্ত নন্দিত ও স্পন্দিত হয়েছে বারবার। তার কারণ তিনি বললেন—

"লেনিন ভেঙ্গেছে রুশ জলস্রোতে অন্যায়ের বাঁধ
অন্যায়ের মুখোমুখি লেনিন প্রথম প্রতিবাদ।"

অবহেলিত ক্ষুধিত মানুষকে দয়া দেখিয়ে কিভাবে শাসক শোষক হয়ে ওঠে তার গভীর হৃদয়স্পর্শী ট্রাজেডিফুটে উঠেছে— একটি মোরগের কাহিনীতে—

"ছোট মোরগ ঘাড় উঁচু করে স্বপ্ন দেখে
প্রাসাদের ভিতর রাশি রাশি খাবার
তারপর সত্যিই একদিন সে প্রাসাদে ঢুকতে পেল,
একেবারে সোজা চলে এল
ধপধপে সাদা দামী কাপড়ে ঢাকা খাবার টেবিলে,
অবশ্য খাবার খেতে নয়
খাবার হিসেবে।'

৬৩-তম দীর্ঘ জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা

অসিত রায় ঃ মুর্শিদাবাদ সুইমিং এ্যাসোসিয়েশন-এর উদ্যোগে এবং মুর্শিদাবাদ সন্তরণ সংস্থা জঙ্গীপুর সাব-কমিটির সহযোগিতায় ৬৩-তম ৮১ কিমি দীর্ঘতম জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগীদের এক সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান হয় গত ২৬ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জের দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চে। বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, পুণে, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, বাংলাদেশ প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্য থেকে আগত ১৭ জন প্রতিযোগী যার মধ্যে সুদূর ল্যাটিন আমেরিকার মাকোস ডায়াস অন্যতম। এছাড়া ছিলেন একজন মূকবধির এবং একজন মহিলা প্রতিযোগী। নবীন প্রতিযোগীর সংখ্যাই ছিল বেশী। প্রধান অতিথি ছিলেন জঙ্গিপুরের গর্ব বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি তপন মুখার্জী এবং সভাপতি ছিলেন নবাগত মহকুমা শাসক পি. এম. কে. গান্ধী আই. এ. এস.। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন পুরপিতা মৃগাংক ভট্টাচার্য্য এবং কার্তিক সাহানা প্রমুখ। বিশিষ্ট অতিথি এবং সাঁতারুদের সম্বর্ধনা ছিল অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। ছিল স্বপ্না মুখার্জীর উদ্বোধনী সঙ্গীত। আর বহরমপুর থেকে আগত ব্লু-নাইট অরকেষ্ট্রা পরিবেশিত বিচিত্রানুষ্ঠান। সভাপতি শ্রীগান্ধী, পুরপিতা শ্রীভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের বক্তব্যে সাঁতারের গুরুত্ব এবং উপযোগিতার কথা আর তার প্রেক্ষিতে মহকুমার ছেলেমেয়েদের আহ্বান জানান এইসব প্রতিযোগিতায় অংশ নেবার জন্য। তপন মুখার্জী দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চে আজকের আনন্দঘন এই অনুষ্ঠানে থাকতে পেরে নিজেকে গর্বিত মনে করেন। বিশ্বব্যাপী সার্বজনীনতার আদর্শে এই সাঁতার প্রতিযোগিতার দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থের যথাযথ সংস্থান না হওয়ায় এই প্রতিযোগিতা আর কতদিন করা সম্ভব হবে তাতে সন্দেহ প্রকাশ করেন সংস্থার উদ্যোক্তারা। সেই সাথে দীর্ঘতম এই জাতীয় সন্তরণ প্রতিযোগিতা যথাযথ প্রচারের আলোকে না আসার জন্য সংবাদ মাধ্যমকে (শেষ পৃষ্ঠায়)

"ছাড়পত্র" কাব্যের একটি বিখ্যাত কবিতা 'বোধন'। কবিতায় শিশুঘাতী নারীঘাতী, সাম্রাজ্যবাদে কুৎসিৎ স্বভাবের প্রতি কবি উচ্চারণ করেছিলেন—

"প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা,
ভেঙ্গেছিস ঘর বাড়ী
সেকথা কি আমি জীবনে মরণে
কখনো ভুলিতে পারি ?
আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই
স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের
চিতা আমি তুলবই।"

কবি সুকান্ত ছিলেন জীবনধর্মী বাস্তব কবি। তিনি ভাববিলাসী কবির মত স্বপ্নের ফেরীওয়ালা বা কল্পনা জগতের কবি ছিলেন না। কবি সুকান্ত রোমান্টিকতার বিরোধী ছিলেন বলেই 'হে মহাজীবন' কবিতায় লিখেছিলেন—

ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

কবির বিপ্লবী চেতনা তথা আশাবাদ ধ্বনিত হয়েছে দেশলাই কাঠি কবিতায়—

আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে পকেটে
আমরা বেরিয়ে পড়ব আমরা ছড়িয়ে পড়ব
শহরে গঞ্জে গ্রামে দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

আর-ওয়াই-এফ-এর মহকুমা কনভেনশন

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১৬ আগষ্ট রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে আর. এস. পির যুব সংগঠন আর-ওয়াই-এফ-এর মহকুমা কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য কমিটির নেতা কানু ভট্টাচার্য্য বামফ্রন্ট সরকারের ভ্রান্ত শিল্প নীতির বিরোধীতা করে বক্তব্য রাখেন। শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের উপযোগী কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং শ্রমনিবিড় শিল্প গড়ে তোলার দাবী রাখেন। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা যুব ফ্রন্টের সভাপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য্য। তিনি বলেন, বামফ্রন্ট সরকার যে শিল্পের কথা বলছে তাতে চাষীদের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে তাদের পথে বসানোর চেষ্টা চলছে। যে শিল্পের নামে যুবকদের আকৃষ্ট করছে, সেই শিল্পে যুবকদের কাজের কোন সুরাহা হবে না। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইউ টি ইউ সির জেলা সভাপতি লালগোপাল চৌধুরী, দুই বিধায়ক জানে আলম মিঞা ও আবুল হাসনাত, লোকাল কমিটির সম্পাদক প্রদীপ নন্দী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন আর ওয়াই এফ-এর রঘুনাথগঞ্জ থানা সভাপতি শারফুল আলম খান।

এবার পুজোয় মুর্শিদাবাদ
সিল্ক শাড়ীর বৈচিত্র্যে
সাড়া জাগিয়েছে

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স

মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্ক প্রিন্টেড শাড়ীর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
(বিজয় বাঘিড়া, শেষের ঘর)
মির্জাপুর ● পোঃ গনকর ● জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং ঃ (০৩৪৮৩) ২৬২২২৯

এছাড়া আমাদের এখানে পাবেন কাঁথা ষ্টিচ করার তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী, জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড় ইত্যাদি।

★ উচ্চমান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয় ★

বিজ্ঞপ্তি

জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা সাগরদীঘির অধীনে জগদল গ্রামের রাখহরি ফুলমালী সাগরদীঘি এলাহাবাদ ব্যাঙ্কে ২,১০,২২০·৩০ টাকা রাখিয়া গত ইং ২২/১/০৬ তারিখে মারা গিয়াছেন। তাহার স্ত্রী রাজলক্ষ্মী ফুলমালী টাকা তুলিবার জন্য ব্যাঙ্কের নিয়মমত আবশ্যকীয় কাগজাদী দাখিল করিয়াছেন। উক্ত টাকা সম্পর্কে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তির ১ মাস মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। নচেৎ আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী
রাজলক্ষ্মী ফুলমালী, স্বামী ৺রাখহরি ফুলমালী,
জগদল, পোঃ সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

টেলি পরিষেবা বানচাল (১ম পৃষ্ঠার পর)

দায়িত্বে থাকা টেকনিসিয়ান সম্প্রতি মারা যাওয়ার পর ওখানে নতুন করে কাওকে নিয়োগ করতে না পাবার জন্য এই বিপত্তি। দপ্তর সূত্রে জানা যায়, দীর্ঘদিন ধরে তিনজন কর্মীর পদ এখানে এমনিতেই ফাঁকা পড়ে আছে। লোক অভাবে রঘুনাথগঞ্জ শহরের দরবেশপাড়া, বাজারপাড়া, ফাঁসিতলা, ইন্দিরাপল্লী, অরবিন্দপল্লীতে গ্রাহক পরিষেবা ব্যাহত হয়। বাইরের এক্সচেঞ্জ থেকে ডেপুটেশনে দু'জনকে এনে মেরামত কাজ চালু করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ৩০ আগষ্ট দুপুরে বাজ পড়ে সাগরদীঘি ও বামনপাড়া এক্সচেঞ্জের ওয়েব সাইড সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গত ২ সেপ্টেম্বর থেকে বামনপাড়া এক্সচেঞ্জটি এবং তারপরে সাগরদীঘি চালু হয়। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, গত মার্চ মাসেও বাজ পড়ে (লাইটিং) সাগরদীঘি এক্সচেঞ্জের কেবল অকেজো হয়। তখনও পনের দিনের ওপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকে। বর্তমানে বি এস এন এল-এর মোবাইল পরিষেবাও মার খাচ্ছে।

সন্তরণ প্রতিযোগিতা (৩য় পৃষ্ঠার পর)

দোষারোপ করেন তারা। প্রতিযোগীদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা ছিল রঘুনাথগঞ্জ ভাগীরথী লজে। যাত্রাপর্বের নিয়মকানুনের পর বিশিষ্ট অতিথিদের উপস্থিতিতে ২৭ আগষ্ট ভোরে আহিরণ ব্যারেজ ঘাট থেকে ১৭ জন প্রতিযোগী ৮১ কিমি সন্তরণ প্রতিযোগিতা শুরু করেন। এই প্রতিযোগিতায় মার্কোস ডায়াস প্রথম হন।

পোলিও রোগে আক্রান্ত শিশু (১ম পৃষ্ঠার পর)

পোলিও আক্রান্ত হয়। এরপর ২০০৬ এ সামসেরগঞ্জ ব্লকে পোলিও আক্রান্ত শিশু পাওয়া গেলো। জানা যায়, সামসেরগঞ্জ ব্লকে আরো কয়েকটি শিশুর দেহে পোলিও ভাইরাস থাকলেও সরকারীভাবে তাদের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। তারাপুর হাসপাতালের কাছেও এরকম একটি শিশুকে দেখা যায় যার কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা হয়নি। এ প্রসঙ্গে মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা যায়, সামসেরগঞ্জ ব্লকের পোলিও আক্রান্ত শিশুটির শরীরে ঠিক মতো ভ্যাকসিন পড়ায় সে পঙ্গু হয়নি। ডাক্তারি পরিভাষায় শিশুটি এ্যাকুইট ফ্যাসিড প্যারালাইসিস-এ আক্রান্ত হয়েছে। এটা ধরে চিকিৎসা করলে সেরে যাবে। পার্শ্ববর্তী ঝাড়খন্ড এলাকা থেকে এই ভাইরাস এসেছে বলে জঙ্গিপুর স্বাস্থ্য দপ্তর মনে করছে।

আসল সিল্ক সঠিক দাম
আভিজাত্যের শেষ নাম

মির্জাপুর লুমলেস সমিতি

গরদ, মুর্শিদাবাদ সিল্ক, গোল্ড প্রিন্ট, কাঁথা ষ্টিচ, স্বর্ণচরী, বালুচরী, জারদৌসী শাড়ীর অফুরন্ত আয়োজন। এ ছাড়া বাটিক প্রিন্ট ও বিভিন্ন ধরনের রেশম বস্ত্রের অভিজাত সমবায় প্রতিষ্ঠান।

মির্জাপুর মেন রোড
মির্জাপুর, পোঃ গনকর, (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ০৩৪৮৩/২৬২০৫৬
মোবাইল ঃ ৯৭৩২৬৪০৮৪৮/৯৭৩২৫৮৫৯৯৮